ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 79- 84
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.182

শিবরাম চক্রবর্তীর রচনায় নারী চরিত্রের অবলোকন

সুস্মিতা সাহা, *গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 26.09.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Society and literature basically change with time. Bengali literature also changed over time. Characteristics, stories and techniques are also changing. The city of Kolkata has repeatedly appeared in Sibram chakraborty's writing. His female characters created and centered almost around kolkata. He introduced the identity of modern women. In his literature we can see men are typically poor characters. But the women play a huge role of his writing. In his writing women basically brave, strong and outspoken person. He did not consider women to be neglected creatures in a patriarchal society. He has shown different aspects of women in his short stories, plays etc. In his writing women sometimes appear as lovers, as wife. Most of the images depicted are of woman from Kolkata city. And most of the female characters in his works are real life characters. Some are his sister, his lover, his niece, his aunt. He wrote about teenage as well as adult. He shows brave women who leaving her home for her lover. In the other hand women are so angry when her husband comes late. He understood a women wish. He has been able to portrait the psychology of women in his literature.

Keywords: Women, Kolkata, Female character, Brave

প্রাচীন যুগের নিদর্শন অর্থাৎ চর্যাপদ-এ নারীদের দেখা যায় অসহায় অবস্থায়। সেখানে শ্রেণিগত বৈষম্যের প্রভাব লক্ষণীয়। উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণরা ডোম্বিদের সঙ্গে অশ্লীল আচরণ করত। যদিও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অনুসারে চর্যার সমস্ত কিছুই ধর্মের প্রতীক। কিন্তু তাদের সাধারণ বাঙালি ঘরের নারী ভাবতে অসুবিধা হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধার অসহায় রূপ দেখতে পাই। পরবর্তীতে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যতেও নারীর প্রতি অবহেলার ছবি ফুটে উঠেছে। কিন্তু আধুনিক যুগে সমাজের সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থান বদলেছে। বাংলা সাহিত্যও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

শিবরাম চক্রবর্তী আনুমানিক ১৯০৫ সালে (মতান্তরে ১৯০৩ সালে) মালদহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব মালদার চাঁচল রাজবাড়িতে কাটলেও তাঁর অধিকাংশ জীবন কেটেছে কলকাতা শহরের মুক্তারাম স্ট্রিটের মেস বাড়িতে। তাই তাঁর রচনা মূলত কলকাতা কেন্দ্রিক। কলকাতার পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁর লেখনীতে বারংবার উঠে এসেছে। শিবরাম চক্রবর্তীর কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটকে বিভিন্ন নারী চরিত্র রয়েছে। তাঁর রচনা নারী চরিত্রেরা মূলত শহর কলকাতার বাসিন্দা। তবে তাঁর সৃষ্ট নারী চরিত্ররা প্রত্যেকেই ভিন্ন। শিবরাম চক্রবর্তী নারী প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "সত্যি কথা বলতে একটি মেয়ের সঙ্গে আরেকটি মেয়ের আশ্চর্য রকমের অনৈক্য! আকারে-প্রকারে, আচারে-প্রচারে, স্বরে-ব্যঞ্জনায়, হাজার রকমের খুঁটিনাটিতে এত দূর বিস্ময়কর গরমিল যে ভাবলে অবাক হতে হয়। তাজমহলের সঙ্গে ময়দানে রোলারের যতখানি মিল, দুটি মেয়ের মধ্যে তার চেয়ে বেশি সাদৃশ্য নেই।"[১]

শিবরাম চক্রবর্তী সৃষ্ট নারী চরিত্রেরা অবলা শ্রেণির নারী নয়। তিনি গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে এমনকী চুটকিতেও নারীর যে রূপ দেখিয়েছেন তাতে মূলত উঠে এসেছে নারীর দাপুটে স্বভাব। কখনো ভাগ্নি রূপে, কখনো বোন রূপে, কখনো মাসি আবার কখনো স্ত্রী রুপে তাদের দেখতে পাওয়া যায়। যেমন প্রিসিলা, ডালু মাসি, ইতু, বিনি ইত্যাদি এই চরিত্রগুলিকে বারবার নানা গল্পে, নাটকে, উপন্যাসে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত নারী চরিত্রগুলি সমাজে নারীর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। পুরুষদের জীবন নারীদের দ্বারা কতটা প্রতিফলিত তা স্পষ্ট রূপে বোঝা যায়।

গবেষণার উদ্দেশ্য: সমাজ ও মানুষের জীবনধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সাহিত্যেরও নানা পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন রচনার কাহিনি বা প্লট, কৌশল, চরিত্র নির্মাণ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই সমাজের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যেও নারী চরিত্রের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তবে মূলত আধুনিক যুগে শিবরাম চক্রবর্তীর রচনায় নারীদের অবস্থান তুলে ধরাই এই নির্বন্ধটির মূল উদ্দেশ্য।

মূল আলোচনা: প্রিসিলার মামা শিবরাম চক্রবর্তী। প্রিসিলা চরিত্রটি শহুরে আধুনিক মেয়ের আদলে তৈরি একটি চরিত্র। সে রান্না করতে না পারলেও হার মানে না, বই দেখে রান্না শেখে। প্রিসিলার প্রেমিক তার দেখা করতে দেরি করে আসে এবং তাই প্রেমিকের মনে ভীতি সঞ্চার হয়। শেষে দেখা যায় মামা শিবরাম চক্রবর্তী ভাগ্নির ক্রোধ থেকে তার প্রেমিককে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন নানা কৌশলে। শিবরাম চক্রবর্তী নারীদের প্রতি অনুরোধের ভাষা ব্যবহার করে। এখানে লক্ষণীয় যে তাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলি কাল্পনিক নয়, বরং তা বাস্তব চরিত্র থেকে সংগৃহীত। সেই জন্যই চরিত্রগুলি এত বেশি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি প্রিসিলা চরিত্রটিকে নিয়ে অনেক গল্প সৃষ্টি করেছেন। যেমন 'শেষরক্ষা' গল্পে প্রিসিলা ও তার প্রেমিকের ঝামেলা মেটাতে সাহায্য করে তার মামা। তবে এখানে শিবরাম চক্রবর্তী স্বীকার করেন যে প্রিসিলা অত্যন্ত স্মার্ট একটি মেয়ে। তিনি জানেন তর্ক করে প্রিসিলাকে সামলানো যাবে না। প্রিসিলাকে সামলাতে গেলে প্রয়োজন প্রখর বুদ্ধির। তাই তিনি বুদ্ধির প্রয়োগ করে প্রিসিলার তার গোবেচারা প্রেমিককে হাত থেকে রক্ষা করেন। তিনি প্রেমিককে মাফ করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। কারণ তিনি মেয়েদের ভেতরকার রহস্য বুঝতেন। তিনি জানতেন উচ্চ স্বরের প্রয়োগ এখানে চলবে না। তিনি অবলা নারীর চোখের জল দেখাননি বরং আধুনিক নারীর স্মার্টনেস দেখিয়েছেন। এছাড়া 'নামডাকের বহর' গল্পেও আমরা ভাগ্নি প্রিসিলাকে দেখতে পাই। সেখানে প্রিসিলা নিজে অর্থ উপার্জনের কৌশল বের করতে চায়। 'রূপান্তর' গল্পে সে নিজেই রান্না শেখে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভাবে, গৃহকর্মে সর্বক্ষেত্রেই সে স্বাধীন থাকতে ভালোবাসে। প্রিসিলা শুধু বাহ্যিকভাবে আধুনিক নয়, প্রকৃত অর্থেই আধুনিক হয়ে উঠেছে। এই যুগের নারীরা আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। শিবরাম চক্রবর্তী তাঁর এক বোন ইতুকে নিয়ে গল্প লিখেছেন। 'ঠিক ঠিক পিকনিক' গল্পটি একটি মজার কাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে। তিনি কিশোরী মেয়েদের আদলে চরিত্রগুলি গড়েছেন এবং তাদের আসল নামেই তা প্রকাশ করেছেন। তাই তা পাঠকের কাছে আরও বেশি বাস্তব হয়ে উঠেছে। রিনি চরিত্রটি তার মধ্যে অন্যতম। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও রিনির যেমন প্রভাব পড়েছে, সাহিত্যও তেমন। শিবরাম চক্রবর্তী আত্মজীবনীমূলক রচনায় রিনির প্রতি তাঁর প্রেমকে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কড়া বাস্তববাদী রিনি সহজেই বলতে পেরেছিল—

> "আমার পরেও আরও কত মেয়ে পাবে, কতজনাই তোমার জীবনে আসবে— তখন তুমি অনায়াসেই ভুলে যাবে আমায়। দেখে নিও। এই সামান্য বয়সেই নারীসুলভ অসামান্যতার দুঃস্বাভাবিক নৈপুণ্যে জীবনের এত বড় তত্ত্ব দুকথায় ব্যক্ত করতে একটুও তার বাঁধেনি।"[২]

এই সংলাপের মধ্য দিয়ে রিনির বাস্তববাদী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও শিবরাম চক্রবর্তীর বিষয়ে রিনির এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হয়নি। শিবরাম চক্রবর্তী তাকে ভুলে যাননি তা তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি মেয়েদের নিয়ে নানা রসিকতা করেছেন। মেয়েরা কোথাও অপেক্ষা করতে বললে শুধু সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে আশেপাশে নজর রাখতে হয় কারণ 'মেয়েলী দর্শন' গল্পে মণিকার জন্য দীর্ঘ অপেক্ষার পর শেষে বইয়ের দোকানে মণিকার দেখা মেলে। তাঁর প্রেমিক, প্রেমিকা বিষয়ক কাহিনির চরিত্রগুলিতে প্রেমিকরা মূলত অসহায়, বেচারা প্রকৃতির মানুষ। 'সব মেয়ে সমান' গল্পে সুন্দরীদের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে শিবরাম চক্রবর্তী বিচারক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন না। কারণ তিনি মনে করেন সব মেয়ে সমান। আবার এই মেয়েরাই যখন স্ত্রী হয় তখন তারা একেবারে গিন্নি রূপ ধারণ করে। শিবরাম চক্রবর্তীর মতে স্ত্রী না হওয়া পর্যন্ত মেয়েদের আসল স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' গল্পটি তার আরও একটি প্রমাণ। 'রহস্যময়ী' গল্পে আমরা মণিকার অনেক পুরুষ বন্ধু দেখতে

পাই। মণিকার দুই প্রেমিক অলক ও হিরণের মধ্যে বাছাই করা শুরু হয়। কিন্তু এই গল্পে শেষ পর্যন্ত দরিদ্র অলকেরই জয় হয়। মণিকার চিত্ত সে হরণ করতে পারে তার বাঁশির সুরের দ্বারা। তারা বুদ্ধিমতী হলেও নারী হৃদয়ের মমতা, প্রেম, স্নেহ স্বভাবতই তাদের মধ্যে রয়েছে। আরেকদিকে 'প্রজাপতির নির্বন্ধ' গল্পে দুটি নারী চরিত্র দেখানো হয়েছে। একটি তড়িতের প্রেমিকা জ্যোস্না ও আরেকটি তড়িতের পিসিমা। পিসিমা প্রথমে বিয়েতে রাজি ছিল না। তিনি তড়িৎ-কে বাবার সেই উইলের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন যেখানে লেখা আছে পিসিমার মতে বিয়ে না করলে তড়িৎ তার পিতৃ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে। কিন্তু পিসিমা যখন তড়িৎ-এর প্রেমিকা জ্যোস্নার কাছে আসে তখন জানতে পারে যে তার প্রেমিকার আর কেউ নেই এবং তখন তা শুনে তিনি রাজি হয়ে যান। পিসিমার এই সিদ্ধান্ত নেবার পেছনে বিশেষ কারণ সম্পর্কে পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে। যদি তড়িৎ সম্পত্তি না পায় তবু তার অসুবিধা হবে না। তাই নানাদিক ভেবে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। 'স্বামী মানে আসামী' গল্পে স্বামীর ব্যস্ততার জন্য স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি শুরু হয়। গিন্নি তার স্বামীর থেকে সময় দাবি করে। সাধারণত বাস্তব জীবনেও স্বামী-স্ত্রীদের এই বিষয় নিয়ে সমস্যা লেগেই থাকে এবং সেই চিত্রই শিবরাম চক্রবর্তীর তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন এই গল্পে। দাম্পত্যের ছোটখাটো খুঁটিনাটি সমস্যাগুলোর মধ্যে অভিমান ও মিলন লেগেই থাকে। তবে তিনি স্বামীদের নেহাত অসহায় এবং স্ত্রীদের মুখরা হিসেবেই দেখিয়েছেন। শিবরাম চক্রবর্তীর শুধুমাত্র কিশোরী মেয়েদের নিয়েই লেখেননি। তিনি প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদেরও তাঁর লেখনীতে স্থান দিয়েছেন। যেমন ডালু মাসি চরিত্রটি তার প্রমাণ। ডালু মাসি পুরানো ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী একজন নারী। তিনি প্রেম করে বিয়ে করা খুব ভালো চোখে দেখেন না। প্রেম করে বিয়ে করার জন্য নানা মন্তব্য করেছেন 'বরের মাসি কনের পিসি' গল্পে। তিনি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধি। তবে শুধু নারী চরিত্রই নয় তিনি বহু বিখ্যাত পুরুষ চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন। যেমন হর্ষবর্ধন, গোবর্ধন, হারাধন, নুপুর মামা, নিকুঞ্জ কাকা প্রমুখ চরিত্র। এমনকী শিবরাম চক্রবর্তীর নিজেই তাঁর রচনার একটি বিশেষ চরিত্র।

তাঁর রচিত গল্পের মত নাটকেও নারী চরিত্রের সমাবেশ ঘটতে দেখা যায়। 'চাকার নীচে' নাটকে প্রেমিকের অতসীর প্রতি প্রেম এক বিশাল ভাবনায় পরিণত হয়েছে। প্রেমিক শেষাদ্রির রাষ্ট্রভাবনা প্রেমিকা অতসী যেন আরও দৃঢ় করে তোলে। এখানে নারীকে এক শক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। আবার 'রোমান্স' নাটকে দেখা যায় শ্রীলা চরিত্রটিকে। সে আধুনিক নবযৌবনা এক নারী। তাকে সিনেমায় না নিয়ে যাওয়ায় সে প্রতিবাদ জানাই। সে হুট করে এক ভদ্রলোকের প্রেমে পড়ে। সেই ভদ্রলোকের পরনে ছিল ওভারকোট। সে নিজেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করে কারণ সে স্মার্ট আধুনিকা নারী। একজন অচেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশতে তার কোন দ্বিধা নেই। সে অনায়াসেই ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের বাহানায় তার থেকে সাহায্য চায়। হেল্প চেয়ে ভদ্রলোককে চিৎকার করে ডাকে। শ্রীলা কাউকে ভয় করে না। কিন্তু গণ্ডগোলের আওয়াজ পাওয়ায় পাশের বাড়ির দারোগা পুলিশকে ফোন করে খবর দেয় কারণ সে ভাবে কোনো চোর ডাকাতের উৎপাত হয়েছে। শেষে পুলিশ আসে। ওভারকোট পরা ভদ্রলোককে হাতকড়া পড়ানোর সময় দেখা যায় তার হাত কাটা। এখানে শ্রীলা চরিত্রের মধ্যে নারীর রোমান্টিক ও আদিরসাত্মক ভাবটি লক্ষ্য করা যায়। 'প্রেম বিচিত্র বস্তু' নাটকে মহিতোষের দুই প্রেমিকা থাকলেও নারী বুদ্ধির কাছে তাকে হার মানতেই হয়। মহিতোষের দুই প্রেমিকার কাছে এসে ধরা পড়ে যায় শেষ পর্যন্ত। অতএব নারী বুদ্ধির জয় হয়। শিবরাম চক্রবর্তীর সৃষ্ট নারীরা বুদ্ধিমতী। আবার 'দেবা ন জানন্তি'-তে নারীর অন্য একদিক ফুটে ওঠে। এখানে নারীর পুরানো ধ্যান-ধারণা ভেঙ্গে যায়। ললিতা এখানে সাহসী এক নারী চরিত্র। সে তার পছন্দের পুরুষকে বিয়ে করার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এখানে তার দিদি লাবণ্যই তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই দুই নারীর সাহস, বুদ্ধি এবং ললিতার প্রেমই এখানে প্রকাশ পায়।

শিবরাম চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ নারী চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ বাস্তব সময়ের উপযোগী করে গড়া। সাহিত্যে নারীদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবলা চরিত্র হিসেবে দেখা যায়। কিন্তু তিনি সময়ের উপযোগী বাস্তব শিক্ষিতা বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন নারী হিসেবেই তুলে ধরেছেন। 'যখন তারা কথা বলবে' নাটিকাটিতে এক অন্য দিক ফুটে উঠেছে। প্রেম, বিবাহ নিয়ে এক নতুন দর্শন খুঁজে পাওয়া যায়। সিদ্ধার্থ তার প্রেমিকা মঞ্জুরীকে বিয়ে করতে চায়নি। কারণ তার মতে বিয়েতে একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই সে প্রেমের সেই সীমাবদ্ধতা চায় না। সিদ্ধার্থের কাছে প্রেম জিনিসটা বিয়ের অনেকটা উর্ধ্বে অবস্থান করছে। মঞ্জুরী বাকি সাধারণ মেয়েদের মতোই সংসার চায় তাই সে নির্দ্বিধায় প্রেমিককে বলতে পেরেছে–

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারচি না। কিন্তু বুঝবারও দরকার করে না। যখন এর পরিণামে বিবাহ নেই তখন আমাদের এসব আলোচনার কোনো মানে হয় না...এরপর থেকে তুমি রোগী, আর আমি নার্স।"[৩]

এখানে দুই মেরুর দুইটি মানুষ দুজনকে ভালোবেসেছে কিন্তু তারা নিজেদের ভাবনায় বিশ্বাসী। প্রেম ও বিয়ে নিয়ে তাদের দর্শন ভিন্ন। মঞ্জুরীও এখানে নিজের ভাবনা ও নিজের বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে তার বক্তব্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। সে প্রেমিকের ভাবনার সঙ্গে নিজের ভাবনাকে মিলিয়ে দেয়নি। তবে সিদ্ধার্থ চরিত্রটি এখানে বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

তিনি নারী চরিত্র অঙ্কনে কবিতাতেও কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কবিতায় 'রুবি দে' চরিত্রটি নারীদের মধ্যে এক ধারালো চরিত্র। রুবি দে বিশেষভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি 'রুবি দে' কবিতায় এক নারীর রূপ নিয়ে লিখেছেন-

"ছুরির ফলার মতো রয়েছে
বিধে আমার মর্ম মূলে
রুবি দে
ভোলাও যায় না তারে
রাখাও তো বেদনার
কোনভাবে কোনরূপে নেই সুবিধে।"[৪]

রুবি দের এই রূপে অনেক পুরুষ মোহিত হতে বাধ্য। নারীর সৌন্দর্য সব পুরুষের কাছেই প্রাধান্য পায়। তিনি এরকমই আরেক নারীর রূপের জয়গান করে লেখেন 'একটি মেয়ে' কবিতাটি। তিনি লিখেছেন—

"সেই মেয়েটি, যে এলে চকিতে পাশে
লখিতে মিলায়ে যায় দীর্ঘশ্বাসে!
হৃদয়বিহীনা তবু হৃদয়হরা!
সেই মেয়ে কারও নয়,
নয় আমারও।
ভালোবাসা কারে বলে জানে না তা সে!
তার একটি হাসির দামে লাখো আঁখি নীর।"[৫]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যেমন নীরা চরিত্রটি সৃষ্টি করেছিলেন তেমনি শিবরাম চক্রবর্তী রচিত এইসব নারীও পাঠকদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি নারীর রূপের প্রতি তীব্র টান অনুভব করেছেন। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় নারীর রূপই নারীর শত্রু। যেমন চর্যাপদে বলা হয়েছিল 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' ঠিক তেমনি শিবরাম চক্রবর্তী সহজেই বলতে পেরেছেন—

"তবু ঐ কালো তিল,
তুমি কি জানো তিলোত্তমা,
তোমার কত বড় শত্রুকে তুমি
লালন করছ নিজের চিবুকে ?"[৬]

'যথাপূর্বম' কবিতায় হরিপ্রাণকে স্ত্রীর বাধ্য স্বামী রূপে দেখা যায়। স্বামী শ্রীমান হরিপ্রাণ রীতিমতো তার স্ত্রীর ভয়ে ভীত হয়ে থাকেন। শিবরাম চক্রবর্তী লিখেছেন--

"গিন্নি ত্রাসে তিনি সদাই কম্পমান
খাদকের মুখে যথা খাদ্য;
মারধর খেয়ে হায় কখন প্রাণ হারান,
সাবধান রণ যথাসাধ্য।"[৭]

শিবরাম চক্রবর্তী চুটকি রচনাতেও নারী চরিত্রের দাপুটে স্বভাবই বজায় রেখেছেন। তিনি নিজে বিয়ে না করলেও স্বামী-স্ত্রী নিয়ে বহু গল্প, উপন্যাস, নাটক এমনকী কিছু চুটকিও রচনা করেছেন। তিনি কলকাতার শহুরে মেয়েদের বৈশিষ্ট্য দেখার পর নারী সম্পর্কে তাঁর যা মনোভাব হয়েছে তা বহু রচনায় প্রকাশ পায়। তিনি লিখেছেন—

> "বিয়ের পর বৈরাগ্যে অনেক স্বামী ভুল পথে চলে যান, জানাচ্ছেন এক লেখক, বউয়ের কচি জ্বালাতেই মদ্যপ হয়ে পড়েন শেষটায়।
> পানিগ্রহণটাই অবশ্যি প্রথম পাণিপথ।"[৮]

তিনি মেয়েদের নিয়ে নানা মজার রচনা লিখেছেন তবে নারীর অবহেলিত, দলিত চিত্র তাঁর রচনায় নেই বললেই চলে। তাঁর সৃষ্ট নারীরা এক একজন বীরাঙ্গনা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের এই রূপ হাস্যরসের সৃষ্টি করে ঠিকই কিন্তু শিবরাম চক্রবর্তী তা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।

ফলাফল: বাংলা সাহিত্যে নারীর যা যা চিত্র ফুটে উঠেছে তা থেকে শিবরাম চক্রবর্তী সৃষ্ট নারীরা ভিন্ন। তিনি স্মার্ট, ডানপিটে নারীদের পছন্দ করতেন তা তাঁর নারী চরিত্র পড়লেই পাঠক সহজে বুঝতে পারবে। তিনি নারীদের শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি কখনোই মেয়েদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অবহেলিত প্রাণ বলে মনে করেননি। বরং নারীরা শহরের শিক্ষিতা ও আধুনিকা হিসেবে দেখা দিয়েছে। মা, প্রতিবেশি রিনি, বোন ও অন্যান্য নারীরা তাঁর লেখনের অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে। তিনি প্রতিটি নারীকে সন্তুষ্ট করতে চাইতেন এমনকী তাদের রাগকে পর্যন্ত ভয় পেতেন। এই বিষয়ে জনৈক সমালোচক বলেছেন—

> "শিবরাম নাকি মেয়েদের ক্যারিকেচার আঁকতে মানা করতেন, বলতেন ওরা পছন্দ করবে না রেগে যাবে।"[৯]

তিনি প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের বিশ্লেষণ করেছেন বহু গল্পে। সেই সময়কার সমাজে নারী এবং পুরুষের অবস্থান দেখিয়েছেন। এই সময়ের আগে দেখা যেত নারীর রীতিমত নির্যাতিত হচ্ছে। তারপর সমাজে ধীরে ধীরে ফেমিনিজমের মারাত্মক প্রভাব পড়তে শুরু করে। তারা অন্যায় মেনে নিতে চায় না এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। আবার আরেকদিকে ফেমিনিজমের অত্যাধিক প্রভাবে পুরুষেরা বিপদে পড়েছে। না। 'স্ত্রী সুখ' নামক গল্পে স্ত্রীকে দেখে রীতিমতো ভয় পেতে দেখা যায় স্বামী ভদ্রলোকটিকে। শিবরাম চক্রবর্তীর লেখায় স্ত্রীদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পাঠকের অসুবিধা হয় না। আবার তারা স্বামীকে সন্দেহের চোখে দেখলেও নিজে পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে অনায়াসে ঘুরতে যায়। অর্থাৎ এই নারী গ্রামের বধূ নয় বরং শহরের আধুনিক নারী। এই গল্পে বেচারা অসহায় স্বামী বিয়ের পরের দুঃখ নিয়ে কথক বলেছেন-

> "কুড়ি বছর আগে বিয়ের রাতে সাতপাক ঘুরিয়ে আনার তারিখ থেকে সদানন্দ নিজের নিজের নাম ভুলে গেছে। নাম না ভুললেও নামের মানে তো বটেই! তার বিয়ের পর আর তাকে হাসতে দেখিনি একদিনও... অন্তত বৌয়ের সামনে তো নয়। আর এই কুড়ি বছর ধরে সে বৌয়ের বক্তৃতা শুনছে এক নাগাড়ে।"[১০]

এই নারী চরিত্রকে বহু ক্ষেত্রে নারীবাদ ভাবনার প্রয়োগ করেছেন। তারা যেমন প্রয়োজনে পুরুষের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। তারা তেমন ভাবেই নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতেও নারীবাদের অপপ্রয়োগ করতে দেখা যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে শিবরাম চক্রবর্তী নারীদের নিয়ে নিছক মজা করে তাদের নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন।

শিবরাম চক্রবর্তী যেন মেয়েদের অন্তর্যামী। তিনি মেয়েদের হৃদয়ে দুঃখ দিতে নারাজ। শিবরাম চক্রবর্তী নিজে বিয়ে না করলেও মেয়েদের মন নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা অতুলনীয়। তাঁর দৃষ্টিতে নারীরা দেবী। তাঁর সৃষ্ট নারীকে ভয় দেখাতে পারেন না পুরুষতান্ত্রিক সমাজেও এখানে নারীরা বশ করতে জানে পুরুষদের। তবে তা কোনো মন্ত্রবলে নয়, বুদ্ধির দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছে। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সেই নারীরা নিজেদের ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। তিনি যেমন শ্রীলার মতো সদ্য যৌবনা মেয়ের চরিত্র এঁকেছেন তেমনই প্রেমিক গণেশকে ভালোবেসে ঘর ছাড়তেও দেখিয়েছেন ললিতা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তিনি নারীদের মনন, চিন্তন, দর্শনের পরিবর্তন পরিস্ফুট ভাবে তুলে ধরেছেন। শিবরাম চক্রবর্তী সৃষ্ট নারীদের চরিত্রে নারীবাদ, তেজস্বীতা, বুদ্ধিমত্তা, স্নেহপরায়ণতা, ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১. চক্রবর্তী, শিবরাম। শিব্রাম অমনিবাস ৬। নবপত্র প্রকাশন, ২০১৮ কলকাতা, পৃ. ১১১।
২. চক্রবর্তী, শিবরাম। ঈশ্বর-পৃথিবী-ভালোবাসা। নবপত্র প্রকাশন, ২০১৩ কলকাতা, পৃ. ৪১।
৩. চক্রবর্তী, শিবরাম। শিব্রাম অমনিবাস ১০। নবপত্র প্রকাশন, ২০২০, কলকাতা, পৃ. ১৯৫।
৪. চক্রবর্তী, শিবরাম। শিব্রাম অমনিবাস ১৬। নবপত্র প্রকাশন, ২০১৯, কলকাতা, পৃ. ১৫৭।
৫. তদেব, পৃ. ১০৫।
৬. তদেব, পৃ. ১২১।
৭. চক্রবর্তী, শিবরাম। শিব্রাম অমনিবাস ১২। নবপত্র প্রকাশন, ২০২০, কলকাতা, পৃ. ১৯৯।
৮. চক্রবর্তী, শিবরাম। অল্পবিস্তর। নবপত্র প্রকাশন, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ১৯২।
৯. রায়চৌধুরী, সুশান্ত এবং গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বদেব, সম্পাদনা। লেখায় শিব্রাম রেখায় শ্রীশৈল ২। বুকফার্ম, ২০২২, কলকাতা, পৃ. ২৩৬।
১০. চক্রবর্তী, শিবরাম। শিব্রাম অমনিবাস ৫। নবপত্র প্রকাশন, ২০১৮, কলকাতা, পৃ. ১৭৪।